বিএফএ কুষ্টিয়া জেলা ইউনিটের আয়োজনে ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ ফার্টিলাইজার এসোসিয়েশন (বিএফএ) কুষ্টিয়া জেলা ইউনিটের আয়োজনে ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার বিকেলে শহরের খেয়া রেস্তোরায় এই ইফতার ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশ ফার্টিলাইজার এসোসিয়েশন (বিএফএ) কুষ্টিয়া জেলা ইউনিটের সভাপতি অজয় সুরেকার সভাপতিত্বে ও সাধারন সম্পাদক মোঃ আক্কাস আলীর সঞ্চালনায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কুষ্টিয়া জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক সুশান্ত কুমার প্রমাণিক, কুষ্টিয়া জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত উপপরিচালক (শস্য) বিষ্ণু পদ সাহা, মিরপুর উপজেলা কৃষি অফিসার রমেশ চন্দ্র ঘোষসহ সকল উপজেলা কৃষি কর্মকর্তাবৃন্দ।

ইফতার ও দোয়া মাহফিলের আগে মতবিনিময় সভায় বিএফএ কুষ্টিয়া জেলা ইউনিটের সভাপতি অজয় সুরেকা বলেন, বিগত সরকারের আমলে অব্যবস্থাপনা আর দুর্নীতির কারণে কৃষকরা ঠিকমতো ন্যায্য মূল্য সার পায়নি, বরং কৃষককে গুলি খেয়ে মরতে হয়েছে। আর বর্তমান কৃষিবান্ধব এই আওয়ামী লীগের সরকার কৃষকদের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিচ্ছেন। এ জেলায় সার নিয়ে যেন কোনো সমস্যার সৃষ্টি না হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখতে সকলকে সজাগ হওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

ইফতার ও দোয়া মাহফিলে কুষ্টিয়া বাংলাদেশ ফার্টিলাইজার এসোসিয়েশন (বিএফএ) কুষ্টিয়া জেলা ইউনিটের সহ সভাপতি খন্দকার আব্দুল গাফফার, জয়ন্ত রায় বিটু, সেলিম মল্লিক, মোঃ আসাদুজ্জামান মজিদ, যুগ্ম সম্পাদক এ কে এম আমিনুল ইসলাম, ইখতিয়ার উদ্দিন আহমেদ, কোষাধ্যক্ষ মোঃ রাশিদুল ইসলাম, দপ্তর সম্পাদক এ কে এম সাইফুজ্জামান মিন্টু, প্রচার সম্পাদক মোঃ শফিকুল ইসলাম, নির্বাহী সদস্য মকবুল হোসেন পান্না, মোঃ আজিবর রহমান, মোঃ মিজানুর রহমান, মোঃ মফিজুর রহমান, আইনুর রহমান টিটু, শরীফ জাহান, রাশেদুজ্জামান রাজু, মোঃ সামিউল আলিম সাগর, মোঃ আমিরুল ইসলাম নান্নু, নারায়ন প্রসাদ সুরেকা, একলাস উদ্দিন, মোঃ মহসিন আলি, মিজানুর রহমান, গোলাম জাকারিয়া, আসাবুল হক পুটু, মোঃ শরিফ, মোস্তাফিজুর রহমান উপস্থিত ছিলেন।

মুজিবনগর বিপ্লবী সরকারকে গার্ড অব অনার প্রদানকারী আছেন মাত্র ৩ জন

১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সরকার শপথ গ্রহণের জীবনের ঝূঁকি নিয়ে ১২ জন আনসার সদস্য গার্ড অব অনার প্রদান করেছিলেন। তাদের মধ্যে সেই দিনের দুঃসহ স্মৃতি নিয়ে জিবিত রয়েছেন তিন জন আনসার সদস্য।

পুলিশ-ইপিআরের কেউ ভয়াবহ পরিণতি চিন্তা করে গার্ড অব অনার দিতে রাজি না হলেও জীবনের মায়া ত্যাগ করে শপথ অনুষ্ঠানে মন্ত্রিপরিষদ সদস্যদের গার্ড অব অনার প্রদান করেন ১২ জন আনসার সদস্য।

আনছার সদস্য আজিম উদ্দীন স্মৃতি চারণ করতে গিয়ে বলেন, সেদিন মা মাটি আর মানুষের মুক্তির কথা ভেবে স্বাধীনতার অকুতভয় সূর্য্য সৈনিক ১২ জন আনসার জীবনের মায়া ত্যাগ করে মন্ত্রী পরিষদকে গার্ড অব অনার প্রদানে রাজি হয়েছিলেন।

তৎকালীন মেহেরপুরের পুলিশ অফিসার মাহবুবুর রহমানের (এসপি মাহবুব) নেতৃত্বে পিসি ইয়াদ আলী, আনসার সদস্য আজিমুদ্দিন শেখ, সিরাজুল ইসলাম, অস্থির মল্লিক, হামিদুল ইসলাম, সাহেব আলী, লিয়াকত আলী, নজরুল ইসলাম, ফকির মোহাম্মদ, মহিউদ্দিন, কেসমত আলী ও মফিজ উদ্দিন অস্থায়ী সরকারের মন্ত্রী পরিষদের সদস্যদের গার্ড অব অনার প্রদান করেন।

আজিম উদ্দীন আরো বলেন, ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ মুজিবনগরের ভবরপাড়ার ইপিআর ক্যাম্পের সদস্যরা পাকিস্তানি সেনাদের প্রতিরোধ করতে কুষ্টিয়া চলে যান। সে সময় ঐ ক্যাম্পের রক্ষণাবেক্ষণের দয়িত্ব পান স্থানীয় ১২ আনসার সদস্য।

ভারত থেকে যে সব খাদ্য সামগ্রী ও অস্ত্র-গোলাবারুদ, জ্বালানী তেল এদেশে আসতো সেগুলো সংগ্রাম কমিটির সদস্যরা একত্র করে মেহেরপুরের তৎকালিন এসডিও তৌফিক এলাহীর (বর্তমানে

প্রধানমন্ত্রীর জ্বালানি উপদেষ্টা) হাতে তুলে দিতেন আনছার সদস্যরা। পরে এ সব সামগ্রী দেশের বিভিন্ন স্থানে মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে সরবরাহ করা হতো।

১৬ এপ্রিল সকালে তৌফিক এলাহি ১২ আনসার সদস্যকে ডেকে বলেন, বৈদ্যনাথ তলার আম্রকাননে কিছু মেহমান আসবেন। আপনার আয়োজন সম্পন্ন করেন। সেমত গ্রামবাসীদের সহায়তায় বর্তমান মুজিবনগর স্মৃতিসৌধের স্থানে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন করে কয়েকটি চৌকি এনে একটি মঞ্চ তৈরি করা হয়। ঐদিন রাতেই ভারতীয় ফোর্স এসে সেখানে অবস্থান নেয়।

পরদিন সকালে ভারতের সীমানা পেরিয়ে বৈদ্যনাথ তলায় আসেন জাতীয় চার নেতা। সাথে আসেন দেশি-বিদেশি সাংবাদিক। সেখানে জাতীয় চার নেতা শপথ নেন এবং ১২ আনসার সদস্যের সাথে গার্ড অব অনার নেন। এরপর গার্ড পরিদর্শন করে আবারও চলে যান।

জীবনের মায়া ত্যাগ করে আর বুক ভরা আশা নিয়ে গার্ড অব অনার ও দেশ মাতৃকার মুক্তির সংগ্রামে ঝপিড়ে পড়েছিলেন তারা। এদের মধ্যে ৮ জন নিরাশায় প্রস্থান করেছেন পরপারে।

পাকিস্তানী হায়েনাদের হাত থেকে রক্তিম সূর্য্য ছিনিয়ে আনার আমরণ লড়াইয়ে যারা রণাঙ্গণে পিছপা না হওয়া সেই অকুতভয় নির্ভিক সৈনিকদের আক্ষেপ রয়েছে বিভিন্ন বিষয়ে।

অকুতভয় সূর্য্য সৈনিক মফিজ উদ্দিনের স্ত্রী সকিনা বেগম জানান, সংসারে এতই অভাব ছিল যে, টাকার অভাবে নিজের বাড়ীর জমির খাজনা না দিতে পারায় জমি খাস হয়ে যায়। ২ ছেলে ও ১ মেয়ে রেখে তিনি ২০০৬ সালের ৪ অক্টোবর মৃত্যু বরণ করেন। বর্তমানে বড় ছেলের ভ্যান চালানো আয়ের টাকা দিয়ে সংসার চলে।

সেদিনকার ঘটনার জন্য সে ১৯৯৫ সালে স্বাধীনতা পুরুস্কার হিসাবে রুপার একটি মেডেল পেয়েছিলেন। স্ত্রী সকিনা বেগম আক্ষেপ করে বলেন, যে মানুষটি সংসার ছেলে-মেয়ের কথা চিন্তা না করে জীবনের বাজী রেখে স্বাধীনতা যুদ্ধে গিয়েছিল। অথচ সেই যুদ্ধের পর টাকার অভাবে ঠিক মত সংসার চলাতে পারনি।

এ জন্যই কি যুদ্ধ করেছিল? সরকারী অনুদান তেমন একটা পায়নি। তার মৃত্যুর পর পরিবারের লোকজন একটি দু’রুম বিশিষ্ট ঘর বুঝে পেয়েছেন।

গার্ড অব অনার প্রদানকারী জীবিত ৩ আনসার সদস্য হামিদুল হক, আজিমুদ্দীন শেখ ও সিরাজুল ইসলাম বলেন ‘তখন করেছি স্বাধীনতাযুদ্ধ আর এখন জীবনযুদ্ধ। দিনমজুরের কাজ করি। শরীরে তেমন শক্তি নাই।

তারপরও অন্যের জমিতে শ্রম বিক্রি করতে হয়। দিনমজুরি করে এখনও সংসার চালাতে হয়। জীবন প্রদীপ নিভে যাওয়ার আগ পর্যন্ত এই যুদ্ধ চালাতেই হবে। তবে আশার কথা হলো তারা সকলেই মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে স্বকৃতি পেয়েছেন। এতে প্রতি মাসে ভাতা পাচ্ছেন। তাই দিয়েই কোনমতে চলছে সংসার।

অবিস্মরণীয় সাহসিকতার সঙ্গে তারা বাংলাদেশের প্রথম সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছিলেন, তাতে রাষ্ট্রীয় পদক তারা পেতেই পারেন। সরকার অনেককেই তো পদক-খেতাব দিচ্ছে। জাতির এই বীর সন্তানদের সম্মান দেওয়া উচিত।

জীবিত তিন জন আক্ষেপ করে বলেন, আমরা গার্ড অব অনার দিয়েছিলাম ১২ জন আনসার। অথচ মুজিবনগর কমপ্লেক্সের ভাস্কর্য বা মুর্যালে দেখানো হয়েছে আটজনকে। ছবি থাকা সত্ত্বে সেখানে সকলের অবয়বও সঠিকভাবে তুলে ধরা হয়নি।

মুজিবনগর সরকারই দেশের প্রথম সরকার। এটি অস্থায়ী বা প্রবাসী সরকার নয়। এর সরকারের নেতৃত্বে দেশ স্বাধীন হয়েছে। ঐদিন শপথ গ্রহণ না হলে বাংলাদেশের মু্◌িক্তযুদ্ধকে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের আন্দোলন বলে বিশ্বেরবুকে দাড় করাতো পাকিস্তান।

দর্শনায় প্রবীন দুস্থ চা দোকানীকে আর্থিক সহয়তা প্রদান

দর্শনায় প্রবীন দুস্থ চা দোকানীকে আর্থিক সহায়তা করা হয়েছে। শুক্রবার বিকালে দর্শনা মেননগর মোড়ের চা দোকানী প্রবীন দুস্থ আ. রশিদকে ওয়েভ ফাউন্ডেশন এবং দর্শনা প্রবীন কমিটির পক্ষ থেকে ১৫ হাজার টাকার চেক প্রদান করা হয়েছে।

৬ নং ওয়ার্ড প্রবীন কমিটির সভাপতি মোশাররফ হোসেনের সভাপতিতে সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন দর্শনা পৌর প্রবীন কমিটির সভাপতি অবসরপ্রাপ্ত উপাধ্যক্ষ মোশাররফ হোসেন।

বিশেষ অতিথি ছিলেন সাধারণ সম্পাদক হাজি আকমত আলী, দর্শনা পৌরসভার প্যানেল মেয়র রেজাউল ইসলাম, হাজি খালেকুজ্জামান, জাহিদুল ইসলাম, মোমিনুল ইসলাম, মোজাহারুল ইসলাম, হাতেম মন্ডল, আ. রহমান, সানোয়ার বিশ্বাস, ফয়সাল, ওয়েভ কর্মকর্তা কামরুজ্জামান যুদ্ধ, মিরাজুল ইসলাম প্রমুখ। সঞ্চলনা করেন সাংবাদিক হানিফ মন্ডল।

৫ দিনেও সন্ধান মেলেনি দর্শনার স্কুলছাত্র মেজবাহ

খেলার কথা বাড়ি থেকে বের হয়ে ৫ দিনেও বাড়ি ফেরেনি মেজবাহ। বহু খোজাখুজির পরও তাকে পাওয়া যায়নি। থানায় করা হয়েছে সাধারণ ডায়েরী। হদিস মেলাতে পারেনি পুলিশও।

দর্শনা পৌর শহরের আজমপুরের আলমগীর হোসেনের ৬ষ্ঠ শ্রেনীতে পড়ুয়া ছেলে সাঈদ আল মেজবাহ সহপাঠিদের সাথে খেলতে বাড়ি থেকে বের হয়।

দুপুর গড়িয়ে বিকাল, বিকাল গড়িয়ে সন্ধ্যা হলেও মেজবাহ বাড়ি না ফেরায় শুরু হয় খোঁজাখুজি। রাত গড়িয়ে সকাল ও সারাদিন গড়িয়ে সন্ধ্যা হলেও যখন তাকে পাওয়া না গেলো গত বুধবার রাতে আলমগীরের ছোট ভাই মাসুম দর্শনা থানায় সাধারণ ডায়েরী করেছেন।

গত ৫ দিন অতিবাহিত হলেও সন্ধান মেলেনি মেজবাহ’র। আসলে কোথায় কি অবস্থায় আছে, কি ঘটেছে তার ভাগ্যে তা এখনো অনিশ্চিত।

যদি তার সন্ধান কেউ পায় তাহলে ০১৯১০-৬৩২৩১৭ মুঠোফোনে যোগাযোগের জন্য অনুরোধ করেছেন নিখোঁজ মেজবাহর বাবা আলমগীর হোসেন।

বাবার উপর অভিমান করে কিশোরের আত্মহত্যা

কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে বাবার উপর অভিমান করে পারভেজ (১৬) নামের এক কিশোর গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছে।

শুক্রবার সকালে উপজেলার নন্দলালপুর ইউনিয়নের বাটিকামারা গ্রামে এই ঘটনা ঘটে। পারভেজ শিলাইদহ ইউনিয়নের কসবা সর্দার পাড়া গ্রামের সালামের ছেলে।

পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, সকালে পারভেজকে তার বাবা বাড়িতে কাজ করা নিয়ে গালিগালাজ করেন। এ বিষয়কে কেন্দ্র করে পারভেজ নানা বাড়িতে গিয়ে ঘরের আড়ার সাথে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করে।

কুমারখালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কামরুজ্জামান তালুকদার বলেন, ‘গলায় ফাঁস দিয়ে এক কিশোর আত্মহত্যা করেছে। তার মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় একটি অপমৃত্যু মামলা হয়েছে।

মিরপুরে গলায় সুজি আটকে ৫ মাসের শিশুর মৃত্যু

কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলায় মোশারফপুর গ্রামের ৫ মাসের এক শিশুকন্যা গলায় সুজি আটকে দম বন্ধ হয়ে মারা গেছে।

শুক্রবার দুপুর দিকে পৌর এলাকার মোশারফপুর গ্রামের রিপন আলীর বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে। মৃত শিশু ফাতেমা মিরপুর উপজেলায় মোশারফপুর গ্রামের রিপন আলীর মেয়ে।

প্রাথমিকভাবে জানা যায়, ৫ মাসের ওই শিশু ফাতেমাকে তার মা সুজি খাওয়াতে গিয়ে তা দুই একবার মুখে দেওয়ার পর সুজি গলায় আটকিয়ে দম বন্ধ হয়ে যেতে থাকে।

এমন অবস্থায় শিশুটিকে পরিবারের লোকজন দ্রুত মিরপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে পরীক্ষা নিরীক্ষা শেষে চিকিৎসক সুমাইয়া শারমিন মিম শিশুটিকে মৃত ঘোষণা করেন।

এ ব্যাপারে মিরপুর থানার অফিসার ইনচার্জ গোলাম মোস্তফা বলেন, ‘আমাকে একজন সাংবাদিক বিষয়টি জানিয়েছেন, কিন্তু শিশুটির পরিবারের পক্ষ থেকে কোনো আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি, এটি একটি দুর্ঘটনা।

কুষ্টিয়ায় কৃষকের মুখে তৃপ্তির হাসি : ধান চাষে লাগছেনা বাড়তি সেচ

সারাবছর ধানের জমিতে পানি সেচ পাওয়ায় কুষ্টিয়ার গঙ্গা-কপোতাক্ষ (জিকে) সেচ প্রকল্পের আওতাধীন কৃষকদের মুখে হাসি ফুটেছে। এমনকি বোরো মৌসুমেও দিতে হয়নি বাড়তি পানি সেচ।

এর ফলে বেঁচে গেছে কৃষকদের সেচ খরচ। শুষ্ক মৌসুমেও পর্যাপ্ত পানি সরবরাহ করেছে গঙ্গা-কপোতাক্ষ সেচ প্রকল্প। এদিকে তিন মৌসুমে পানি সেচ পাওয়ায় বেড়েছে ধানের আবাদ। আর আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় এবার ধানের বাম্পার ফলনের আশা কৃষি অধিদপ্তরের।

আর কম খরচে এবার বোরো ধান আবাদ করে খুশি কৃষকরা। কয়েক বছর আগেও আউস ও আমন ধানের ক্ষেতে নাম মাত্র পানি পাওয়া যেত জিকে সেচ খাল থেকে। আর বোরো ধান হতো সম্পূর্ণ কৃষকদের সেচ পাম্প দিয়ে। এতে ধান উৎপাদনে বাড়তি খরচ হতো কৃষকদের। কিন্তু এ বছর তিন মৌসুমেই পানি ছিল জিকে সেচ খালে। ফলে বেড়েছে বোরো ধানচাষির সংখ্যাও।

জিকে সেচ প্রকল্প সূত্রে জানা যায়, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা, মাগুরা ও ঝিনাইদহ জেলার ১৩ উপজেলার প্রথমে ৪ লাখ ৮৮ হাজার একর জমি সেচের

আওতায় এনে ১৯৬৯ সালে শুরু হয় জিকে সেচ প্রকল্পের কাজ।

পানির অভাবে প্রতিবছর কোটি-কোটি টাকা ব্যয়ে ইনটেক চ্যানেল ছাড়াও পদ্মার উজান মুখে ড্রেজিং করে সেচ প্রকল্পটি চালু রাখা হয়। এদিকে ২০০৫ সালে স্থাপিত গঙ্গা-কপোতাক্ষ সেচ প্রকল্পের তিন নম্বর পাম্পটি ২০১৭ সালের ১৯ এপ্রিল অকেজো হয়ে পড়ে। এরপর চার বছর দু’টি পাম্প দিয়েই চলে সেচ কাজ। যার ফলে কমতে থাকে এর আওতাধীন কৃষি জমি। পরে ২০২১ সালের নভেম্বরে অকেজো পাম্পটি সচল হয়। যার ফলে বোরো মৌসুমেও পর্যাপ্ত পানি পান কৃষকরা।

গত দুই বছর আগেও জিকে সেচ প্রকল্পের খালে পানি না থাকায় শুকিয়ে যেত বোরো ধানের জমি। কৃষকরা বাড়তি সেচ দিতে গিয়ে হিমশিম খেতেন। উৎপাদন খরচ বাড়তো দ্বিগুণ। কিন্তু এ বছর পাল্টে গেছে কুষ্টিয়ার জিকে সেচের আওতাধীন বোরো চাষিদের অবস্থা। পুরো মৌসুম জুড়ে জমিতে বাড়তি সেচ দিতে হয়নি। পর্যাপ্ত পানি পাওয়ায় মাঠজুড়ে সবুজের সমারোহ। বোরো ধান দেখে খুশি কৃষকরা।

কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার আমলা ইউনিয়নের কচুবাড়ীয়া মাঠের ধান চাষি সাইদুল ইসলাম বলেন, ডিজেলের যে দাম, আর বোরো ধানে প্রায় প্রতিদিন পানি সেচ দিতে হতো। কিন্তু এবার সারা বছরই জিকে সেচের পানি পেয়েছি। এক লিটার তেলও কিনতে হয়নি। আর মাঠে ধানের চেহারা দেখলেই মন ভরে যাচ্ছে। এত সুন্দর ধান মাঠে হবে আশাই করতে পারিনি। তিনি আরও বলেন, এখন জমিতে সার ও বীজ আর নিড়ানি খরচ। পানি সেচ দিতে হয়নি। যার কারণে অর্ধেক খরচে এবার ধান হচ্ছে।

ফারুক আলী নামে আরেক চাষি বলেন, আমরা ঠিকমতো পানি সেচ পেতাম না বলে অনেকেই বোরো আবাদ কমিয়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু এবার সারাবছর জিকে ক্যানেলের পানি পেয়েছি। এতে আমরা খুবই কম খরচে আবাদ করছি। আগামীতে ধানের আবাদ আরও বাড়বে।

ধান চাষি কামাল উদ্দিন জানান, বিগত কয়েক বছরের তুলনায় এবার বোরো ধানের অবস্থা বেশ ভালো। সারাবছর পানি সেচ পাওয়ায় আউস ও আমন ধানের ফলন ভালো হয়েছিল। আমরা আশা করছি, এবার বোরো ধানেও বাম্পার ফলন হবে। এমন ভালো বোরো ধান গত ১০ বছরেও এ অঞ্চলে হয়নি।

তিনি আরও বলেন, অনেক কৃষক আবার বোরো আবাদে ফিরে আসছেন। খরচ বেশি হতো বলে বোরো আবাদ কম হতো। কিন্তু এবার পানি সেচ লাগছে না, তাই আবার বাড়ছে ধানের আবাদ। এদিকে কৃষি বিভাগ বলছে, এ বছর

কুষ্টিয়ায় বেড়েছে বোরো ধানের আবাদ। যা আগের রেকর্ডকে ছাড়িয়ে গেছে।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তথ্য মতে, কুষ্টিয়া জেলার ছয়টি উপজেলায় চলতি বোরো মৌসুমে ৩৫ হাজার ১১০ হেক্টর জমিতে ধানের আবাদের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল। সেখানে আবাদ হয়েছে ৩৫ হাজার ২১৫ হেক্টর জমিতে। এছাড়া উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ছিলে ১ লাখ ৫৪ হাজার ৪৭৮ টন। এ বছর ফলন বেশ ভালো হওয়ার আশা রয়েছে কৃষি বিভাগের।

সেই সঙ্গে গত আউস ও আমন ধানেরও লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে বেশি আবাদ করেন কৃষকরা। আউসে ২৮ হাজার ১১০ হেক্টর জমিতে আবাদের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছিল কৃষি অফিস। সেখানে কৃষকরা চাষ করেন ২৮ হাজার ১২৫ হেক্টর জমিতে। আমনে লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৮৮ হাজার ৮৮৫ হেক্টর জমিতে। সেখানে আবাদ হয়েছে ৮৮ হাজার ৯০৫ হেক্টর জমিতে।

মিরপুর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা রমেশ চন্দ্র ঘোষ জানান, বোরো ধানের জমিতে সেচ খরচ বেশি হওয়ার কারণে বোরো চাষে কৃষকদের আগ্রহ ছিল না। তবে এ বছর আবার কৃষকরা বোরো ধান চাষে ঝুঁকছেন। মিরপুর উপজেলার অধিকাংশ কৃষি জমি জিকে সেচ প্রকল্পের পানি সেচে ধানের আবাদ হয়। যার ফলে কম খরচে ধানের আবাদ করছেন কৃষকরা।

এছাড়া উপজেলা কৃষি অফিস থেকে এ বছর বোরো মৌসুমে এক হাজার ৩০০ কৃষককে উচ্চ ফলনশীল (উফশী) এবং চার হাজার ৮৩০ জন কৃষকের মধ্যে হাইব্রিড জাতের ধানের বীজ প্রণোদনার মাধ্যমে বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছে। তিনি আরও জানান, এ বছর আবহাওয়া ধান চাষের জন্য অনুকূলে ছিল। আর আউস ও আমন ধানের মতো বোরো মৌসুমেও বাম্পার ফলন হবে বলে আমরা আশা করি।

কুষ্টিয়া জিকে সেচ পাম্পের নির্বাহী প্রকৌশলী মিজানুর রহমান জানান, বোরো মৌসুমে পাম্পগুলো সচল থাকায় আমরা কৃষকদের পর্যাপ্ত সেচ সুবিধা দিয়েছি। ৩৭ হাজার হর্স পাওয়ার ক্ষমতার পাম্পটির মাধ্যমে বোরো মৌসুমে সেকেন্ডে ১ হাজার ৩০০ কিউসেক পানি নদী উত্তোলন করা হচ্ছে। যদি ১০-১৫ বছর পর-পর পাম্পগুলোকে সার্ভিসিং করা হয়, তাহলে দীর্ঘস্থায়ীভাবে সেচ সুবিধা দেয়া সম্ভব। আশা করছি, আগামীতেও সারা বছর কৃষকদের সেচ সুবিধা দেয়া হবে, যাতে ধানের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।

কুষ্টিয়া জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক সুশান্ত

কুমার প্রামাণিক জানান, আমরা অল্প জমিতে প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে অধিক ফলনের জন্য কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করছি। বিগত কয়েক বছরের তুলনায় ধানের ফলন ও দাম ভালো হওয়ায় কৃষকরা ধান চাষে আগ্রহী হচ্ছেন। সেই সঙ্গে প্রণোদনা ও নানা কর্মসূচির মাধ্যমে ধান চাষ বৃদ্ধিতে আমরা কাজ করছি।

কুষ্টিয়ায় রাইস মিলের কালো ধোঁয়া-বর্জ্যে বিপন্ন পরিবেশ

ঘরবাড়ি-গাছপালা সব ঢাকা পড়ে যাচ্ছে কালো ছাই আর ধুলায়। এলাকার জলাধারগুলো পচা পানি আর তুষ-ভুসিতে জমাট বাঁধা নর্দমায় পরিণত হয়েছে। এতে করে অসহনীয় জনদুর্ভোগ তৈরি হয়েছে দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম চালের মোকাম কুষ্টিয়ার বটতৈল-খাজানগর-পোড়াদহ এলাকায়।

সারাবছরই দূষিত বায়ু আর পানিতে বসবাস এখানকার বিশাল জনগোষ্ঠীর। ফসলের মাঠেও দূষিত পানির বিড়ম্বনা। ধান থেকে চাল প্রক্রিয়াজাত করা ও আটা উৎপাদন কাজে এই এলাকায় গত ৪৫ বছরে ধরে গড়ে উঠেছে প্রায় সাড়ে চারশো কলকারখানা।

এর মধ্যে বড় আকারের অটোমেটিক রাইস মিলই আছে ৫৫টি। যার অধিকাংশই মানছে না পরিবেশ সংরক্ষণ ও শ্রমিক নিরাপত্তার মতো জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো। ভারী এসব শিল্পপ্রতিষ্ঠানের একটিরও নেই বর্জ্য শোধনাগার।

মিলের দুর্গন্ধযুক্ত দূষিত পানি পাইপের মাধ্যমে সরাসরি ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে গঙ্গা-কপোতাক্ষ সেচ প্রকল্পের খালে। যা চলে যাচ্ছে কৃষি জমিতে, এমনকী মাছ চাষের পুকুর-জলাশয়েও।

ফলে কৃষি উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে, মরে ভেসে উঠছে মাছ। দূষিত পানির সঙ্গে ধানের কুড়া ও ছাই থাকায় ভরাট হয়ে যাচ্ছে খালগুলো।

আবার কোনো কোনো রাইস মিল দখলে নিয়েছে খালের জায়গা। দূরের রাইস মিলও পাইপ লাইনে বর্জ্যের সংযোগ রেখেছে খালের সঙ্গে।

খাজানগর এলাকার স্থানীয় বাসিন্দা দেলোয়ার বলেন, এলাকার কোনো পুকুরেই মাছ বাঁচে না। কয়দিন পরপরই মাছ মরে ভেসে ওঠে। কৃষি কাজে শ্রমিক পাওয়া যায় না। জমিতে দূষিত পানি থাকায় ভয়ে হাত দিতে চান না তারা। চর্ম রোগ হয়।

তিনি আরও বলেন, এসব নিয়ে মিল মালিকদের সঙ্গে স্থানীয়দের প্রায়ই কথা কাটাকাটি হয়। তারা বারবার দূষিত পানি না ছাড়ার প্রতিশ্রুতি দিলেও মানেন না।

বটতৈল ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মিন্টু ফকির উদ্বেগ প্রকাশ করে ও এলাকাবাসীর ভোগান্তির কথা স্বীকার করে বলেন, ছাই এবং কারখানার অন্যান্য বর্জ্য নিয়ন্ত্রণে আমরা সম্মিলিতভাবে কাজ করে যাচ্ছি। কিন্তু মিল মালিকদের এ বিষয়ে সদিচ্ছা না থাকায় কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না।

পরিবেশ অধিদপ্তর থেকে জানা যায়, এখানকার মাত্র ৩০টি কারখানার পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র রয়েছে। বাকিগুলো ছাড়পত্র ছাড়াই চলছে।

পরিবেশ দূষণের কথা স্বীকার করে কুষ্টিয়া পরিবেশ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক আব্দুল গাফফার বলেন, খাজানগরের চালকল মালিকদের একাধিকবার তাগাদা দেওয়ার পরও তারা এ বিষয়ে কোনো উদ্যোগ নিচ্ছে না।

সরেজমিনে দেখা যায়, যত্রতত্র গড়ে ওঠা ধান-চাল সংশ্লিষ্ট কারখানাগুলো ব্যাপক দূষণ ছড়াচ্ছে প্রকৃতিতে। ব্যাপারি এগ্রো ফুড প্রোডাক্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক তোফাজ্জল হোসেন ব্যাপারি বলেন, এর আগে কলকারখানা কম ছিল, এখন বেশি হয়ে যাওয়ায় দূষণের পরিমাণ দিনদিন বাড়ছেই।

সময়ের সঙ্গে বেড়েই চলেছে চালকলসহ সংশ্লিষ্ট নানা কারখানা, এমন পরিস্থিতিতে দ্রুত অনিয়মের লাগাম না টানলে সামনের দিনগুলোতে আরও মারাত্মক পরিবেশ দূষণের শিকার হতে পারে এই এলাকার মানুষসহ জীব-বৈচিত্র্য।

কুষ্টিয়া জেলা কৃষি সম্প্রসারণ কার্যালয়ের (খামারবাড়ি) অতিরিক্ত উপ-পরিচালক (ফসল) বিষ্ণু পদ সাহা জানান, কলকারখানার এসব বর্জ্যের মধ্যে আয়রন, লেডসহ ক্ষতিকর নানা উপাদান থাকতে পারে। যা মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর হয়ে উঠতে পারে। আবার দূষিত পানির কারণে ফসলের উৎপাদনও কম হবে।

কলকারখানার বর্জ্যের মাধ্যমে পরিবেশ দূষণের হাত থেকে এখানকার জীব-বৈচিত্র্য রক্ষা করতে হলে অবিলম্বে বর্জ্য শোধনাগার নির্মাণ প্রয়োজন।

এ বিষয়ে বাংলাদেশ অটোরাইস মিল ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন কুষ্টিয়া জেলা শাখার সভাপতি মো. ওমর ফারুক বলেন, মানুষের ক্ষতি হয় এমন কোনো কাজ আমরা করতে চাই না।

তিনি বলেন, সরকারিভাবে উদ্যোগ নেওয়া হলে প্লান্ট বা শোধনাগার নির্মাণ সহজ হবে। আর এটি নির্মাণ হলে এ অঞ্চলের মানুষ মারাত্মক পরিবেশ দূষণের হাত থেকে রক্ষা পাবে।

চুয়াডাঙ্গায় আলমসাধু উল্টে প্রাণ গেল চালকের

চুয়াডাঙ্গায় শ্যালো ইঞ্জিন চালিত বাহন আলমসাধু উল্টে চালক নাজমুল হক (৩৫) নিহত হয়েছেন। এতে আহত হয়েছেন অপর এক যাত্রী। শুক্রবার দুপুর ১২টার দিকে সদর উপজেলার জাফরপুর মোড়ে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত চালক নাজমু আলমডাঙ্গার নতিডাঙ্গা গ্রামের রফিকুল ইসলামের ছেলে। আহত হয়েছেন একই গ্রামের ভুট্টা ব্যবসায়ী রিপন আলী। তাকে সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

স্থানীয়রা জানায়, ডিঙ্গেদহ এলাকায় ভুট্টা বিক্রি করে আলমসাধুযোগে বাড়ি ফিরছিলেন রিপন। আলমসাধুটি জাফরপুর মোড়ে পৌঁছলে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায়। এতে আলমসাধুর নিচে চাপা পড়ে ঘটনাস্থলেই নিহত হন চালক নাজমুল হক।

গুরুতর আহত হন ব্যবসায়ী রিপন। তাকে উদ্ধার করে সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সদর হাসপাতালের জরুরী বিভাগের চিকিৎসক খালিদ হাসান জানান, আহত রিপনের বাম হাত ভেঙে গেছে।

এ প্রসঙ্গে সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ

মহসীন জানান, ওই ঘটনায় আইনগত বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

বিদ্যুৎ বিভাগের গাফিলতিতে ঝিনাইদহে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে ২ জনের মৃত্যু

ঝিনাইদহ সদর ও হরিণাকুণ্ডুতে বিদ্যুতের ছেঁড়া তারের স্পর্শে ২জন মৃত্যুবরণ করেছে। গত বৃহস্পতিবার রাতে কালবৈশাখী ঝড়ের তান্ডবে হরিণাকুণ্ডুতে বাঁশের ঝাড়ের আঘাতে নিজ বসত বাড়ির বৈদ্যুতিক মিটারের সংযোগ বিছিন্ন হলে সেটা মেরামতের সময় বৈদ্যুতিক তারের স্পর্শে ঘটনাস্থলেই আব্দুর রাজ্জাক (৫৫) নামে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়।

পরে তাকে হরিণাকুণ্ডু উপজেলা স্বাস্থ্য কম্পপ্লেক্সে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা জানান তিনি এখানে আশার আগেই মুত্যু বরণ করেছে। নিহত আব্দুর রাজ্জাক উপজেলার শ্রীরামপুর গ্রামের মৃত আজমত মন্ডলের ছেলে।

এ ব্যাপারে হরিণাকুণ্ডু থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সাইফুল ইসলাম বিদ্যুৎপৃষ্টে আব্দুর রাজ্জাক নামে এক ব্যক্তির মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করে। চার সন্তানের জনক আব্দুর রাজ্জাকের অকাল মুত্যুতে পরিবারে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

এদিকে শুক্রবার সকালে ঝিনাইদহ সদর উপজেলার সাগান্না ইউনিয়নের উত্তর নারায়নপুর গ্রামের আমজাদ হোসেনের ছেলে জাকির হোসেন (২৫) নামে যুবক ক্ষেতে কাজ করতে বিদ্যুতের ছেড়া তারে বিদ্যুতায়িত হয়ে মৃত্যু বরণ করেছে।

বৃহস্পতিবার রাতে কাল বৈশাখী ঝড়ের কারণে বিদ্যুতের খুটি থেকে তার ছিড়ে মাঠে পড়ে থাকায় এদুর্ঘটনা ঘটে। তাকে গুরতর আহত অবস্থায় ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত্যু ঘোষণা করে।

এলাকাবাসী বলেন, এই দায়ভার মূলত বিদ্যুৎ বিভাগের, তারা বিদ্যুৎ লাইনের তার চেক না করে কেন বিদ্যুৎ দিলো। স্থানীয়রা এও জানান, বিদ্যুৎ বিভাগের লোকজনরে বললে তারা বলে আগে টাকা তুলে দেন, তারপর তার ঠিক করবো, তার আগে নয়।

এব্যাপারে ঝিনাইদহ পল্লী বিদুৎতের জি এম মোঃ ইছাহাক আলী বলেন, আমি মোবাইলে কোন সাক্ষাৎকার দিইনা আপনি অফিসে আসেন, বলে ফোন রেখে দেন।